R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

প্রোমোসন-ডিমোসনের খেলায় ফরাক্কা প্রশাসন মশগুল

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৮ ফেব্রুয়ারী—ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প প্রশাসন এখন প্রোমোসন-ডিমোসনের খেলায় মশগুল হয়ে রয়েছে। এই খেলার আসরকে জমিয়ে রেখেছেন কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রকের জনৈক সেকসন অফিসার। দেখে মনে হয় এটা যেন একটা ক্রিকেট ম্যাচ। আর উনি আমপায়ার। তিনি যেমন খুশি আঙ্গুল দেখিয়ে চৌকা, ছক্কা, বোলড অথবা রান আউটের নির্দেশ দেন। এ খেলায় বল অথবা রান করারও প্রয়োজন হয় না। উইকেট রক্ষা অথবা ফিলডিং-এর তো বালাই-ই নাই। প্রভুর সেবায় মোটা অঙ্কের তেল-সিঁদুরেই কাজ হয়। সারটিফিকেট আসল কি নকল অথবা কৃপাপ্রার্থী যোগ্য কি অযোগ্য দেখার প্রয়োজন হয় না। চাঁদির জুতোর কৃপায় সব কিছুই হয়। এ রকম অসম্ভবকে সম্ভব এক হিন্দী ফিলম্ ছাড়া আর কোথাও হয় কিনা ফরাক্কা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের তা জানা নাই। এখানে স্কুল শিক্ষক প্রোমোসন পেয়ে হেড ক্লারক হন, ষ্টেনোগ্রাফারও তাই হন, আর নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীর কাজ তদারক করেন একজন সিভিল ইনজিনীয়ার। প্রযুক্তি-বিদ্যার হাতে-কলমে প্রয়োগ যাঁর কাজ, তিনি কিনা একজন কমানডানট। ফরাক্কা বলেই হয়তো এটা সম্ভব। এখানে প্রোমোসনের জন্য যোগ্যতার বিচার করা হয় না, কোন সারভিস কমিসনের সামনে দাঁড়াতে হয় না। দিল্লী থেকে হাতে হাতে প্রোমোসন চলে আসে প্রভুর মারফৎ। প্রভু এলে পুণ্যার্থী ভৃত্যরা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। কার ভাগ্যে শিকে ছিড়েছে জানার জন্য হন্যে হয়ে তাঁর পেছন পেছন ঘোরেন। বিনিময়ে উপঢৌকনে ভরিয়ে দেন প্রভুর আঁচল। নিন্দুকেরা বলে, প্রভুর ফরাক্কা আগমন নাকি রহস্যজনক। তাঁর চলাফেরা নাকি সন্দেহজনক। তিনি এলেই পদসেবায় নাকি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সবার দেখাদেখি বঞ্চিতরাও নাকি দাবি তুলেছেন, প্রভুর কৃপা তাঁরাও চান। অর্থাৎ পদোন্নতি চান। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পদোন্নতি দেখে নিম্নতম কর্মচারীরাও পদোন্নতির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন।

এবার প্রমোসন-ডিমোসনের কথায় আসা যাক। ইউ এন বালা এখন সুপারিনটেনডেনট ইনজিনীয়ার। কয়েক মাস আগে কিন্তু তিনি তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার। তাঁর বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ সি বি আই এর তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর ডিমোসন অর্থাৎ পদাবনতি ঘটে। কয়েক মাসের ভেলকিবাজির পর দেখা যায় তিনি তাঁর আগের পদ তো ফিরে পেলেনই ; উপরন্তু তাঁর প্রোমোসন হল। পদোন্নতি ঘটিয়ে তাঁকে করা হল সুপারিনটেনডেনট ইনজিনীয়ার।

ফরাক্কা ব্যারেজের জাল সারটিফিকেটের ব্যাপারটা সবাই জানেন। এই নিয়ে তদন্ত হয়েছে। এখন মামলা চলছে অন্ততঃ তেরটি ক্ষেত্রে। বাকীদের নতুন করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে আসল সারটিফিকেট দাখিল করতে বলা হয়েছে। জাল সারটিফিকেট নিয়ে এই যখন অবস্থা, ঠিক তখনই দু'জন জাল সারটি-ফিকেটধারী প্রোমোসন পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের পদোন্নতি ঘটানো হয়েছে এ মাসেরই ৯ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে। এই ঘটনাও রহস্যজনক।

ফরাক্কা প্রকল্পে বর্তমানে যত এ্যাঃ একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার প্রথম শ্রেণী) ও এ্যাঃ ইনজিনীয়ার (দ্বিতীয় শ্রেণী) আছেন, তাঁরা কিন্তু কেউই স্নাতক নন। সবাই লাইসেনসিয়েট ইনজিনীয়ার। তাঁরা ওভারসিয়ার থেকে প্রোমোসন পেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হয়েছেন। এভাবে প্রোমোসনের ফলে বেকার স্নাতক প্রযুক্তিবিদরা ফরাক্কা প্রকল্পে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সব অভিযোগ নিয়ে সুযোগসন্ধানী বাদে, ক্ষোভ আছে সবার। কিন্তু ঢিলে-তেতলা প্রশাসনের জন্য ফল হয় না কিছুই। দিনের পর দিন ফরাক্কা প্রকল্পে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেভাবে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্য-কলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, তা ক্রমশঃ প্রশাসনের একতিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথবা সব কিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে ফরাক্কা প্রকল্পে প্রশাসন বলে কিছু নাই। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রোমোসন-ডিমোসনের খেলায় সবাই মত্ত।

হত্যাকাণ্ডের বিচারবিভাগীয় তদন্ত

ধুলিয়ান, ১৮ ফেব্রুয়ারী—ফরাক্কা-সামসেরগঞ্জ যাদবসভার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বল্লালপুর ৩নং ফরেষ্টে পুলিশের গুলিতে নিহত নীরেন ঘোষের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত করছেন ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট সি আর মুনসী। গত বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারী) থেকে শুনানী শুরু হয়েছে। ফরাক্কা বিডিও অফিসে ওই দিন সাক্ষ্য দেন বাদী (নিহত ঘোষের স্ত্রী পবিত্রী ঘোষ) পক্ষে ৯ জন ও সরকার পক্ষে ৭ জন। মূল অভিযুক্ত দু'জন —এন ভি এফ জহর আ'ল ও ফরেষ্ট অফিসার শুনানীর সময় অনুপস্থিত ছিলেন। ঠিক কোন্ জায়গায় গুলি লাগে এ ব্যাপারে নিহত নীরেন ঘোষের ছবি ও পুলিশের সাক্ষ্যে গরমিল দেখা যায়। ছবিটি ম্যাজিসট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। পুলিশের সাক্ষ্য রেকরড করা নিয়ে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে বিতর্কের অবতারণা হয়। শুনানীর সময় অফিসের বাইরে পাঁচ শতাধিক যাদব বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

৪৮ ধীবর ধৃত

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৮ ফেব্রুয়ারী—ফরাক্কা ব্যারেজের নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরার অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী আজ এখানে ৪৮ জন জেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ফরাক্কা বাঁধ থেকে গঙ্গা ও ফিডার ক্যানেলের এক কিলোমিটারের মধ্যে মাছ ধরা নিষেধ। অথচ এই নিষেধ লঙ্ঘন করে দীর্ঘদিন ধরে জেলেদের দেখা যায় নিষিদ্ধ এলাকায় মাছ ধরতে। এ ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক দল তাদের মদত

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বৈত ভূমিকা ?

ধুলিয়ান, ১৮ ফেব্রুয়ারী—গত বছর ৯ ডিসেম্বর তারিখে ধুলিয়ান কাসটমসের তৎপরতায় যে পাঁচ লক্ষ টাকার বিদেশী মাল আটক করা হয়, সেই মাল যাতে কয়েক হাজার টাকার বিনিময়ে খালাস পায় তার জন্য নাকি চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় একজন অফিসার নাকি দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে জানা গিয়েছে, ধৃত লরির (ও আর এস—৯৩৮১) চালককে দিয়ে বিহারের পাকুড় থানায় একটি সাজানো জিডি

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৮৭

দিনের বাণী !

জিনিসপত্রের দাম একরকম প্রতিদিনই বাড়িতেছে। স্বল্পবিত্ত মানুষের সাধ্যের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। মূল্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি যেন সাম্প্রতিককালের প্রতি প্রত্যুষের দিনের বাণী। হাটে-বাজারে পণ্যমূল্যে আগুন লাগিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—সর্ব্বস্তরে তাহার বিস্তার ঘটিয়াই চলিয়াছে। সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই এ একপ্রকার পর্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্পর্দ্ধিত মূল্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় জনজীবন একপ্রকার বিধ্বস্ত। সাধারণ মানুষের কাছে প্রাণধারণ একপ্রকার গ্লানি বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এখন মৃত্যু যাত্রার সামিল হইয়া পড়িয়াছে। বাঁচিয়া থাকার অর্থ এখন জীবিত থাকা নয়—জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া থাকা। মানুষ আজ সদা উৎকণ্ঠিত, চকিতকর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের বক্ষের পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে নাভিশ্বাস।

কথা উঠিবে—পণ্য মূল্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তো চাকরিজীবিগণের এবং পেনসন ভোগীদের ভাতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু একটির পর একটি ভাতা বৃদ্ধি করিয়াই কি মূল্য বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হইবে? ইহারা উভয়েই সমান্তরাল রেখায় ধাবিত হইবে। কেহই কাহাকেও প্রতিহত করিতে পারিবে না অথবা একটি বৃদ্ধির দ্বারা অপরটির বৃদ্ধির প্রবণতাকে রোধ করা যাইবে না। বিপরীত মুখী দুই মেরুর একটা 'টাগ অফ ওয়ার' চলিতে থাকিবে। কাজের কাজ কিছুই হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—দেশের সমস্ত মানুষ চাকরিজীবী নহেন। যাহারা সাধারণ নিম্নবিত্ত, যাহাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমলব্ধ অর্থ নিতান্তই অল্প—ভাবিয়া দেখিতে হইবে তাহাদের ছাপোষা জীবনের ট্র্যাজেডী কত গভীর। যাহাদের সংসারে লবণ আনিতে গেলে পান্তা ফুরায়—অগ্নিমূল্যের বাজারে তাহাদের অবস্থাটা কিরূপ ভয়াবহ এবং দুর্বিষহ তাহা সহজেই অনুমেয়। উত্তরোত্তর দর বৃদ্ধি করিয়া মানুষের দুর্ভাগ্যকে এমন করিয়া বাড়াইয়া তুলিতেছে কাহারা? কাহাদের জন্য দিনের পর দিন মানুষের এই অবর্ণনীয় দুর্গতি! ইহারা কি মানুষ জাতি? যদি মানুষই হয়—তবে বলিতে হইবে ইহারা প্রকৃতিতে দানব এবং প্রবৃত্তিতে পশু। ইহারা রক্তলোলুপ পশুর মতো সামাজিক মানুষের রক্ত শোষণকারী—শ্রেষ্ঠীর দল। ছোট বড় যে যেমন শক্তিমান, সে সেইভাবে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে তাহাদের উদগ্র লালসাকে। ইহাদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস নাই, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কোন বেদনাবোধ নাই। অর্থ বৃদ্ধির অন্ধ নেশায় ইহারা এমনই উন্মত্ত যে, সাধারণ মানুষকে ভেজাল খাদ্য চড়া মূল্যে খাওয়াইতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করে না। অতীতে ইহাদের কৃতকর্মের জন্য ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলাইয়া সমুচিত শাস্তি বিধানের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কার্যক্ষেত্রে তাহা আর হয় না। সরকার যখনই অসৎ ব্যবসায়িগণের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়েন, তাহারা তখনই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া সরকারকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টানিতে সাধারণ মানুষকে হিমসিম খাইতে হয়। জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। দলীয় সরকার গদি হারাইবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পিছু হঠেন। দেখিয়া মনে হয় যেন পণ্যের কারবারিগণই দেশ চালাইতেছেন। সরকার তাঁহাদের লেজুড় মাত্র।

কাজেই যতদিন এই লেজুড় বৃত্তির অবসান না ঘটিবে, ততদিন জিনিসপত্রের দাম কমিবে না। বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিবে। এবং যেমন খুশি বাড়িবে। ইহা দিনের বাণী ত বটেই, উপরন্তু দীনেরও বাণী! প্রতিদিনের বাণী!

চোরাই লোহা আটক

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ ফেব্রুয়ারি—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গতকাল ৩৪ নং জাতীয় সড়কে রেলের চোরাই লোহা ও গলানো বৈদ্যুতিক এ্যালুমিনিয়াম তারসহ একটি লরিকে আটক করেছে। এ ব্যাপারে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লরিটি মালদা থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

খোলা চোখে

টাকা-মাটি, মাটি-টাকা

অজিতেশ কৌশাম্বি

শিকোনামের রামকৃষ্ণ কথিত প্রবচনটিতে 'জগৎ অনিত্য' এই সত্যের চেয়ে মুদ্রা-নির্ভর 'সমাজ-অনিত্যের' সত্য আমাদের, সাধারণ মানুষদের কাছে, অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। টলটলায়মান মুদ্রা ব্যবস্থা, যেখানে মূলধনই অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, সেই ডলার ষ্টার্লিং পাউণ্ডের নিত্য নতুন বিনিময় মূল্য পরিবর্তনে এবং যুগপৎ স্বর্ণমানের অনিত্যতায় 'টাকা-মাটি, মাটি-টাকা' প্রবচনটি দিন দিন আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার ভূমিকার অর্থ হীনতা ক্রমশই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হ'য়ে চলেছে। ঠিক এই কারণেই পশ্চিমী দুনিয়ার দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার ওপর আর নির্ভরশীল নয়, তারা তাই আঞ্চলিক অর্থ পরিষদ গঠন করে নিজেদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন ও বিনিময় মূল্যের ব্যাপারগুলিকে 'ঠিক' করে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট—তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে এর মধ্যে আসতে দিতে চায় না। কিন্তু অপরদিকে বাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতার বিস্তার ঘটাতে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখছে তথাকথিত উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের নামে। দেশে দেশে এ ব্যাপারে তাদের দোসর বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। এই যৌথ আক্রমণের মুখে তৃতীয় দুনিয়ার গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলি সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বোঝাপাড়ার জন্যে পরিষদ গঠনের ডাক দিয়েছে আগামী গোষ্ঠী নিরপেক্ষ সম্মেলনে সে ব্যাপারে কতখানি সাড়া পাওয়া যাবে জানি না, তবে সেখানেও অনেকগুলি সীমাবদ্ধতার মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাজার অর্থনীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থার অনিত্যতা অন্যতম বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে। প্রায় এক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পর্য্যালোচনায় মুদ্রা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর বিষয়টি আলোচনা করেছিলাম। এক দশকেরও বেশী আগে গঠিত এ বিষয়ে ওয়াংচু কমিটির অগৃহীত রিপোর্টকে গুরুত্ব না দেওয়া হলেও, দেখা যাচ্ছে, ওই কমিটির একমাত্র ভিন্নমত পোষণকারী সদস্য এম. পি চিতেলের সুপারিশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে—কালো টাকাকে সাদা করার স্পেশাল বণ্ড প্রকল্প এরই ফলশ্রুতি। সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সুপারিশকে সরিয়ে রেখে একজন সংখ্যালঘুর বেনামে সুপারিশ কার্য্যকরী করার আগে সরকার অন্ততপক্ষে শ্রীলংকার অভিজ্ঞতাটি ভেবে দেখতে পারতেন! স্মরণ করা যেতে পারে কালো টাকাকে সাদা করার অনুরূপ প্রকল্প শ্রীলংকার সরকার চালু করেছিলেন গত বছর মে মাসে। উদার ট্যাক্স ব্যবস্থা ও আমদানী নীতি চালু রেখেও এখনও পর্য্যন্ত এ থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়নি। আমাদের ভারতবর্ষেও ১৯৭৫ সালে হিসাব বাহির্ভূত আয় ঘোষণার জন্য যে ছাড় দেওয়া হ'য়েছিল তা থেকে সরকারী তহবিলে জমা পড়েছিল মাত্র দুশো কোটি টাকা বিশেষজ্ঞরা যদিও বলছেন বর্তমান প্রকল্প থেকে পাঁচশো কোটি টাকার মতো পাওয়া যাবে (খরচা হিসেবে তিরিশ হাজার কোটি টাকা কালো টাকার কাছে এতো সিন্ধুতে বিন্দু!) কিন্তু আমাদের বর্তমান অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব শুধুমাত্র অতিরিক্ত মুদ্রা সৃষ্টির সরকারী নিয়ন্ত্রণে! অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য যে নতুন মুদ্রা সৃষ্টির প্রয়োজন হ'তো সে প্রয়োজন কিছুটা কমবে। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া টাকাই যে এত শক্তিশালী সমান্তরাল অর্থনীতি গড়ে তুলছে এ সম্পর্কে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডর—সম্ভবতঃ ১৯৫৭-৫৮ সালে যখন টি, টি, কৃষ্ণমাচারি ভারতের অর্থমন্ত্রী ও অধ্যাপক ক্যালডর ওপর ওপর হিসেব করে বলেছিলেন প্রচলিত ট্যাক্স ব্যবস্থায় ভারতে বৎসরে দুশো থেকে তিনশো কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে (অর্থাৎ চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে)। আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার ১৯৮০ সালের কালো টাকা সংক্রান্ত রিপোর্টে যদিও দেখা যাচ্ছে কালো টাকার পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশী

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খোলা চোখে

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

(জাতীয় আয়ের শতকরা তেত্রিশ ভাগ) কিন্তু ভারতে এর পরিমাণ এমন কিছু কম নয় (রিপোর্টে বলা হ'য়েছে জাতীয় আয়ের শতকরা দশ ভাগ কিন্তু কার্যতঃ তা জাতীয় আয়ের শতকরা কুড়ি ভাগ ; দ্রষ্টব্যঃ সম্পাদকীয়, ষ্টেটসম্যান পত্রিকা, ১৪-১-৮১) আবার বিষয়টিকে শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের প্রেক্ষিতেও বিচার করলে চলবে না। এর গুরুত্ব আমাদের চালু বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপরিসীম। কালো টাকার বেশীর ভাগটাই আজ পরিণত হ'য়েছে জমি, বাড়ী, অলংকার, সিনেমা হল ইত্যাদি নানা মূল্যবান সম্পদে। বাকীটা নিযুক্ত আছে ভোগ্যপণ্য ব্যবসায়ে—যেখানে কালোবাজারী ব্যবসা চালু আছে (কালো টাকার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে চালিত এই ব্যবসা যথার্থ অর্থেই কালোবাজারী নাম গ্রহণ করেছে)। এর আগে একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম কিভাবে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী-শ্রেণী বেশীর ভাগ মানুষের চাহিদার প্রয়োজনে জিনিসপত্র উৎপাদনে নিরুৎসাহী। উৎপাদন সীমাবদ্ধ রেখে, সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য খাটিয়ে জিনিসের গোপন মজুত-ভাণ্ডার গড়ে তুলে, মূল্যস্তরকে নিজেদের কব্জার মধ্যে রেখে এভাবেই পাল্টা অর্থনীতি চালু রাখতে এরা সক্ষম। আর এর জোরেই সরকার, দল ও নির্বাচনকে এরা প্রভাবিত করতে পারে। মাত্র কুড়িটি পরিবারের একচেটিয়া পুঁজি একাজে তাদের দোসর।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লবের কথা বলা হ'য়েছিল সে বিপ্লব এখনো দূরস্থান! দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে, স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে, ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা এখনা পর্যন্ত দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটাতে সম্ভব হয়নি। তেল ও গ্যাসের পর্যাপ্ত উৎপাদনের অভাবে শুধুমাত্র তেল আমদানিতেই এ বছর মোট রপ্তানির প্রায় তিন চতুর্থাংশ ব্যয় হ'য়ে যাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সহযোগিতায় উৎপাদনমুখী শিল্প বিপ্লব একদিকে যেমন কৃষির ওপর শতকরা সত্তর শতাংশ মানুষের নির্ভরতা কমাবে অন্যদিকে স্বয়ম্ভর জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কৃষির আধুনিকীকরণও সম্ভব হবে। কিন্তু উৎপাদন বিমুখ যে মুদ্রা ব্যবস্থা ও বাজার অর্থনীতির পরিচালক কুড়িটি পরিবারের একচেটিয়া পুঁজি সেটির পুরো সরকারী অধিগ্রহণ না হ'লে সুভাষচন্দ্র পরিকল্পিত শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লব শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে।

Tender Notice

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. no, 2908 from Class-I contractors of I. & W Deptt. and bonafide outsiders for the work on the right bank of river Ganga/Padma during the flood of 1980 detailed below, by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad, Estimated cost, Earnest money are (1) Supply of boulders at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 2,12 287/-, Rs. 4,246/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4-00 P. M. in any working days, saturdays upto 1-00 P. M. Last date of application for purchasing tenter form is 7. 3. 81 upto 1-00 P. M. Last date of receipt of tender is 9. 3. 81 upto 3-00 P. M.

Sd/ B. K. Das Gupta
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion
Division.
Raghunathganj

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ তায় নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

চর্ম্মরোগ সারায়
ত্বক মসৃণ করে
চন্দ্র-মালতী
প্রস্তুতকারক—
জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

৪৮ ঘীবর ধৃত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেয় বলে প্রকাশ। এদিন ফরাক্কা ব্যারেজ সি আই এস এফ এর নতুন কমানডানট আইন লঙ্ঘনকারীদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। শেষ পর্যন্ত এই কড়াকড়ি বজায় থাকে কিনা সেটাই লক্ষণীয়।

দ্বৈত ভূমিকা ?

(প্রথম পৃষ্ঠরে পর)

(নং ২৯৩) করানো হয়েছে। সেই জিডিতে চালক ও খালাসির নামোল্লেখ করা হয়নি। পরে পাকুড় থেকে সেই জিডির নকল আনিয়ে তাতে চালক ও খালাসির ভুয়া ঠিকানা লেখানো হয়। এবং গাড়িটি নিঃসর্তে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পনের হাজার টাকার একটি মৌখিক চুক্তি হয়। পাঁচ হাজার টাকা বায়নাও আদায় করা হয়। এখন গাড়ির মালিক গাড়ি ছাড়িয়ে নেওয়ার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছেন। অবশ্য গাড়িটি এখনও ছাড়া হয়নি বলে জানা গেছে।

জনগণনা—১৯৮১

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলাতেও জনগণনার কাজ ৯ই ফেব্রুয়ারী সুরু হয়েছে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী শেষ হবে। জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মী গণনার উদ্দেশ্যে আপনার বাড়ীতে যাবেন এবং পরিবার তালিকা ও ব্যক্তিগত শ্লিপ পূরণ করবেন। গণনাকর্মী এই ব্যাপারে যে সমস্ত প্রশ্ন করবেন যথাযথ উত্তর দিয়ে তার সঙ্গে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা করবেন। যদি ঐ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী গণনাকর্মী আপনার বাড়ীতে না যান, তবে অবিলম্বে স্থানীয় বি. ডি. ও অথবা মহকুমা শাসক অথবা পৌর কর্তৃক অথবা বহরমপুর কালেকটরেট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। জনগণনা একটি জাতীয় কর্মসূচী একে সফল করে তুলুন।

স্বাক্ষর শ্রীমতী কস্তুরী গুপ্ত মেনন
জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ

কৃষিভিত্তিক আদর্শ প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারী—একটি কৃষিভিত্তিক আদর্শ প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে রঘুনাথগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির মিরজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর ও জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেখালিপাড়া গ্রাম দুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক জি বালচন্দ্রনের প্রচেষ্টায় জঙ্গিপুর মহকুমায় এ ধরনের প্রকল্প এই প্রথম। এই উপলক্ষে গ্রামের কৃষক পরিবারগুলির পারিবারিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। জমিজমার হিসাব, শস্যপর্যায়, সেচের সুবিধা ও বিভিন্ন ধরন পারিবারিক আয়, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও মজুত, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন কৃষি কর্মী শ্যামলকৃষ্ণ সাহা ও নীরেন্দ্রনাথ মাহাতো। সমীক্ষার পর প্রকল্প গ্রহণ এবং রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া হবে। অর্থলগ্নী করবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের রঘুনাথগঞ্জ শাখা। কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য পরিকল্পনা এর সাথে যুক্ত থাকবে বলে এই ও বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

১লা ফাল্গুন—১৫ই ফাল্গুন '৮৭

ধান ঃ অধিকফলনশীল বোরো ধানের থোড় আসার মুখে স্বল্প মেয়াদী জাতে একরে ১০ কেজি, মাঝারি জাতে ১২ কেজি ও দেশী উন্নত জাতে ৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন দ্বিতীয়বার চাপান সার হিসাবে দিন। মাজরা পোকার আক্রমণ হ'লে একরে ৫ কেজি ফোরেট (থাইমেট ১০ জি, ফোরেট ১০ জি) বা ৭ কেজি কার্বোফুরান (ফিউরাডান ৩ জি) বা ৮ কেজি কুইনালফস (একালাক্স ৫ জি) বা ১২ কেজি এণ্ডোসালফান (থায়োডান ৪ জি) ইত্যাদি দানাদার ওষুধ ছড়ান। থোড় আসার পর দরকার হলে তরল ওষুধ দিন। এজন্য প্রতি লিটার জলে ২ মি. লি. ফসফোমিডন (ডিমেক্রন ১০০%) বা মিথাইল প্যারাথিয়ন (মেটাসিড) বা ১½ মিলি কুইনালফস (একালাক্স ২৫%) বা ২ মিলি এণ্ডোসালফান (থায়োনেক্স ৩৫ ই সি, থায়োডান ৩৫%) বা লিনডেন (লিনডেন ২০ ই সি, লিনটাফ ২০ ই সি) ইত্যাদি মিশিয়ে স্প্রে করুন। ফুল আসার সময় বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ফসফোমিডন (ডিমেক্রন) বা ডাইক্লোরোভস নুভান ১-২ (নুভান ১০০%) বা ২ মিলি ম্যালাথিয়ন (ম্যালাথিয়ন ৫০%, সাইথিয়ন ৫০%) বা ২½ গ্রাম কার্বারিল (সেভিন ৫০%) ইত্যাদি মিশিয়ে গাছের গোড়ার দিকে বিকালে স্প্রে করুন। এক একরে স্প্রে করতে মোটামুটি ৩০০ লিটার জল লাগবে।

গম ঃ প্রয়োজনে সেচ দিন। শীষ বের হওয়ার ও দানা পুষ্ট হওয়ার সময় যেন জমিতে যথেষ্ট রস থাকে। ঝুরো রোগ দেখা দিলে ভিজে কাপড় বা বস্তায় মুড়ে আক্রান্ত শীষগুলি হাল্কাভাবে কেটে পুড়িয়ে ফেলুন। ক্ষেতে ফ্যালাঘাস, বুনো জই বা করাত ঘাস প্রভৃতি আগাছা হলে তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

পাট ঃ নীচু জমিতে এখন গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী জাতের (জে. আর. সি ৩২১) পাট বুনুন। জমি তৈরীর সময় একরে ৭½-১২½ কেজি ফসফেট ও অনুরূপ মাত্রায় পটাশ দিন। একরে বীজ লাগবে ২½ ৩ কেজি। বীজ ৩০ সেমি দূরত্বে সারিতে বুনুন।

শাক-সবজি ঃ এ পক্ষেও গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির চাষ করতে পারেন। চাষ পদ্ধতি জানার জন্য মাঘ মাসের প্রথম পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। আগে লাগানো ঢ্যাঁড়স, করলা, ঝিঙ্গে, মিষ্টি কুমড়ো, ফুটি ও শসার ক্ষেতে বীজ বা চারা লাগানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে প্রথমবার চাপান সার দিন। প্রতি একরে ঢ্যাঁড়সে লাগবে ১০ কেজি নাইট্রোজেন ও অন্যান্য সবজিতে ৫ কেজি নাইট্রোজেন। বেগুনের চারা তৈরীর জন্য এখন বীজতলায় বীজ ফেলুন। একরে বীজ লাগবে ২০০ গ্রাম। পুসা পার্পল (লম্বা ও গোল), মুক্তকেশী, ব্ল্যাক বিউটি, পুসা পার্পল, ক্লাষ্টার ইত্যাদি বেগুনের ভাল জাত।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার (৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষতা রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বহুক্ষণ ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।